৪০

দৈনিক বাংলা

তারিখ 02 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সম্পাদকীয়

দৈনিক বাংলা
ঢাকা : রোববার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৯৪ : ২রা আগস্ট, ১৯৮৭

স্কুল নির্মাণে গাফিলতি

নীলফামারীর ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগের একটি খবর গত শনিবারের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব স্কুলের অনেকগুলিতে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে নির্মাণকাজ শেষ না হতেই কোনটার দেয়ালে, ফাটল ধরেছে। ৩৬টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ তিন মাসের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এক বছরেও তা সম্পন্ন হয়নি। কোন কোন স্কুলের নির্মাণকাজ শেষ না হলেও বিল পরিশোধ হয়ে গেছে। এসব অনিয়মের ফলে একদিকে যেমন দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিঘ্নিত হচ্ছে সুষ্ঠু অধ্যয়ন-অধ্যাপনার কাজ।

আমাদের শিক্ষার মূলভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটি সার্বিকভাবেই সুখকর নয়। এই সেদিনও অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি বসত যেনতেন প্রকারের ঘরে। কোন ঘরের উপরে চাল নেই, কোনটার নেই বেড়া। টুল-টেবিল ও বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের অভাব প্রায় সবখানেই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রায় অনুপযুক্ত এই পরিবেশ অবসানের প্রচেষ্টা বর্তমানে চলছে। নির্মাণ করা হচ্ছে পাকা স্কুলবাড়ি। কিন্তু একশ্রেণীর স্বার্থবাজ ঠিকাদার কতিপয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে স্কুল নির্মাণের মত মহান কাজেও দুর্নীতির দাঁত বসাচ্ছে। নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে স্কুলভবন নির্মাণ করে এবং নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত ফেলে রেখে তারা বরাদ্দ টাকা আত্মসাৎ করছে। নির্মাণ কাজে খারাপ মালমশলা ব্যবহারের ফলে কোন কোন স্কুলের ছাদে ও দেয়ালে ফাটল ধরেছে।

আমাদের দেশের বেশিরভাগ নির্মাণ কাজের দুঃখজনক ধারারই পুনরাবৃত্তি ঘটছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে। পত্রপত্রিকায় মাঝে মাঝেই খবর প্রকাশিত হয়, নবনির্মিত ভবনের ছাদ ধসে পড়েছে, সদ্যসমাপ্ত সরকারী ভবনের দেয়ালে বড় বড় ফাটল ধরেছে, নতুন সেতু ভেঙে গেছে এবং কার্পেটিং উঠে গেছে নতুন রাস্তার। নিকৃষ্ট সাজসরঞ্জাম ব্যবহার এবং প্রয়োজনানুযায়ী মালমশলা না দেয়ার ফলেই এসব ঘটন। এই দুর্নীতির আসল নায়ক একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ ঠিকাদার সন্দেহ নেই। তবে তারা দুর্নীতি চালাবার সুযোগটা পাচ্ছেন কতিপয় সংশ্লিষ্ট কর্মচারী-কর্মকর্তার দৌলতে। কোথাও তাদের সরাসরি সহায়তায় এবং কোথাও পরোক্ষ সহযোগিতায় তারা চালিয়ে যাচ্ছেন এই অপকর্ম। নীলফামারীর প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে কারচুপি ও অনিয়ম ঘটার পেছনেও রয়েছেন এরাই। নির্মাণকাজে কারচুপি ও অনিয়ম নির্মূল করতে হলে দুর্নীতিবাজ ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে। নির্মাণ কাজে নিয়মিত ও সতর্ক তদারকি নিশ্চিত করা গেলে এই দুর্নীতি অনেকাংশে কমবে বলে মনে করি।